আরামবাগে পুলিশ কর্তার বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমায় মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। কখনও বাড়ির লোকেদের অনুপস্থিতিতে আবার কখনও তালাবন্ধ বাড়িতে। অভিযোগ পাওয়ার পর অনেকক্ষেত্রেই পুলিশ ওইসব দুষ্কৃতীদের ধরতে সক্ষমও হয়। কিন্তু এবার চুরির ঘটনা ঘটল খোদ পুলিশ কর্তার বাড়িতেই। শুধু চুরি নয়, রীতিমতো মদের আসর বসিয়ে খাওয়া দাওয়া করে মনের আনন্দে চুরি করে চম্পট দিল চোরের দল। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের চাঁদুর সংলগ্ন ইটপাঁজা এলাকায়। ওখানে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুকোমলকান্তি দাসের একটি বাড়ি আছে। ওই বাড়িতে তাঁর মা দিপালী দাস থাকেন। মাঝে মধ্যে সুকোমলবাবু ওই বাড়িতে যাতায়াত করেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে মা দিপালীদেবী তাঁদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই দোতলা ওই বাড়িটি তালাবন্ধ করে রাখা ছিল। আর সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা ওই বাড়িতে

চুরির পর বাড়ির লণ্ডভণ্ড অবস্থা। (ইনসেটে) অভিযোগপত্র লিখছেন এসডিপিও সুকোমলকান্তি দাস।

হানা দেয় বলে জানা গেছে। সোমবার সন্ধ্যায় সুকোমলবাবু ওই বাড়িতে ফিরে দেখেন সদর দরজা ভাঙা। এছাড়াও মোট ৬টি তালা ভেঙে চোরেরা ঢোকে। চারটি ঘরের চারটি আলমারির তালা ভেঙে লুঠপাঠ চালায়। সুকোমলবাবু জানান, চোরেরা একটি ফ্রিজ, একটি এলইডি টিভি, একটি পাখা, বিয়ের বাসনকসন, সেটটপ বক্স, দামি জামাকাপড়, ঠাকুরের বাসন ছাড়াও দুটি আংটি, একটি হার, একটি রিস্টলেট মিলিয়ে প্রায় ৫ ভরি সোনার গহনা তারা নিয়ে গেছে। এছাড়া ৫ হাজার টাকা খোয়া গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার জিনিস দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালিয়েছে বলে সুকোমলবাবু জানান। তবে কবে চুরির ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট নয়। যেহেতু বাড়িতে আলো জ্বলছিল তাই চোরেরা রাতের বেলাতেই হানা দিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া মেঝেতে চারটি মদের গ্লাস পাওয়া গেছে। চোরেরা চুরির আগে বা পরে যে মদের আসর বসিয়েছিল এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সুকোমলবাবুর বাড়িতে সিসি টিভি লাগানো থাকলেও তা বন্ধ ছিল বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পরেই সুকোমলবাবু আরামবাগ থানায় খবর দেন। এরপরেই আরামবাগ থানার আই সি শান্তনু মিত্র বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সুকোমলবাবুর বাড়িতে যান। সেখানে দেখা যায় সমস্ত আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করা আছে। এখানে ওখানে ভাঙা তালা পড়ে আছে। পুলিশ পুরো ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে। এই ঘটনায় সুকোমলবাবু আরামবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

১৫ বছরের লড়াইয়ে সরকারি নথিতে স্ত্রীর মর্যাদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়াঃ হুগলির রিষড়াতে অবস্থিত হেস্টিংস জুট মিলের কর্মী দিলীপ কাহার বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে কর্মরত অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী গীতাদেবী কাহার সরকারি দপ্তরে পাওনা গন্ডার জন্য আবেদন করেন। কিছুদিনের মধ্যে গীতাদেবী দিলীপ কাহারের স্ত্রী হিসাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তার পরে হঠাৎ করে কর্তৃপক্ষ দাবি করে গীতাদেবী যে দিলীপবাবুর স্ত্রী তার প্রমাণ দিতে হবে। এই ঘটনায় গীতাদেবী অথৈ জলে পড়েন। রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধানের সার্টিফিকেট, নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র কোনওকিছুই হেস্টিংস কর্তৃপক্ষ মানতে রাজি নয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তরও গীতাদেবীর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরফলে গীতাদেবী ও তাঁর নাবালক সন্তান পেনশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। গ্র্যাচুইটিও পাননি এবং ই এস আই থেকে প্রাপ্য টাকা পেতে সমস্যা হয়। ২০০৬ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মহিলা সরকারি দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেন কেবলমাত্র স্ত্রীর মর্যাদার প্রমাণপত্র জোগাড় করতে। মালিক পক্ষ সুবিধা পেয়ে যায় গীতাদেবীকে গ্র্যাচুইটি না দেওয়ার জন্য। এমনকি তাঁর পেনশনের কাগজও আটকে দেয়। ২০১৫ সালে আইন সহায়তা কেন্দ্র হেস্টিংস জুটমিলের কর্তৃপক্ষকে গীতাদেবী কাহারের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করে। মালিক এবং শ্রম দপ্তর উভয়ই সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। তাঁরা গীতাদেবীকে দিলীপ কাহারের স্ত্রী হিসাবে মানবেন না বলে জানিয়ে দেন। আইনি লড়াই শুরু হয়। কেন্দ্রের প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর কিন্তু গীতাদেবীর পক্ষে রায় দেয় এবং হেস্টিংস জুটমিল কর্তৃপক্ষকে গীতাদেবীর পেনশনের কাগজ জমা করার জন্য আইনি নোটিশ দেয়। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস কর্তৃপক্ষ গীতাদেবীকে দিলীপবাবুর স্ত্রী হিসাবে মেনে নিয়ে পেনশনের কাগজপত্র জমা করতে বলে। বিগত ২০১৮ সালের মার্চ মাসে গীতাদেবী সরকারি খাতায় দিলীপ কাহারের স্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এরপর তাঁর বকেয়া পেনশনের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা এদিন তিনি পেলেন। কিন্তু রাজ্যের শ্রম দপ্তর এখনও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার সহ সকলকে গীতাদেবীর সম্পর্কে যে বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছে তা জানানো সত্ত্বেও তাঁরা নীরব বলে অভিযোগ উঠেছে।

থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন থানা এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে, এলাকাকে সুন্দর রাখতে মঙ্গলবার এই একই ধরনের কর্মসূচী পালন করল আরামবাগ থানা। আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল ও আরামবাগ গার্লস কলেজ চত্বরে এই কর্মসূচী পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এস ডি পি ও কৃশানু রায়, আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্রসহ থানার সাব ইন্সপেক্টররা।

অন্যদিকে খানাকুল থানার উদ্যোগেও একইভাবে এই কর্মসূচী পালিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন খানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাস ও থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

শাশুড়ি-বৌমার ঝগড়া, মায়ের হাত ভেঙে দিল ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ ছেলের অত্যাচারে মা থানায়। হুগলির চন্দননগর দিনেমার ডাঙার গড়ের ধারের বাসিন্দা ৫৬ বছরের নীলিমা বোসকে মারধর করে হাত ভেঙে দিয়েছে একমাত্র পুত্র সন্তান সঞ্জীব বোস। এর কারণ দুবছরের নাতনি। সঞ্জীবের স্ত্রী শম্পা তার মেয়েকে ঠাকুমার কাছে আসতে দেয় না। নাতি-নাতনিরা দাদু-দিদার কতটা প্রিয় সে কথার গুরুত্ব বুঝতে পারে না বৌমা। তার সঙ্গে শাশুড়ির ঝগড়া বন্ধ না করে ৫৬ বছরের মাকে মেরে হাত ভেঙে দিল গুণধর ছেলে। এই ঘটনা ঘটে বুধবার। চন্দননগর থানার পুলিশ দুপক্ষকে ডেকে মীমাংসা করে দিলেও কোনও সুহারা হয়নি। আবার শাশুড়ির ওপর অত্যাচারে আত্মীয় স্বজনেরাও বাড়িতে আসতে চাইছে না বৌমার ব্যবহারে। এবার লিখিত অভিযোগ নিয়ে মায়ের ওপর অত্যাচার করা ছেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিল পুলিশ।

নাবালিকা উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ নিখোঁজ এক নাবালিককে উদ্ধার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করেছে ওই নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অভিযুক্ত এক যুবককে। ওই যুবকের নাম দুলাল ময়ুর। বাড়ি আরামবাগের কানপুরে। জানা গেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি বাঁকুড়ার হেতিয়া এলাকায়। বয়স ১৫ বছর। সোমবার সকালে টিউশনি পড়ার নাম করে সে আর বাড়ি ফেরেনি।

এরপর পরিবারের লোকেরা খোঁজখুঁজি করতে করতে আরামবাগে আসে। এরপর আরামবাগ থানায় অভিযোগ জমা দেন। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে দুলালকে। এছাড়া উদ্ধার করে ওই নাবালিককে।

চন্দননগরে নর্দমার জল বাড়িতে, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের ১৮ ও ২১নং ওয়ার্ডের মানকুণ্ডু স্টেশন রোডে সার্কাস মাঠের কাছে বৃষ্টির ফলে রাস্তার জল বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নর্দমার জল উপচে পড়ে এলাকায় পরিবেশকে দূষিত করছে। চলাফেরায় অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন এলাকার মানুষ। বাসিন্দাদের দাবি, জল নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার জন্য এই অবস্থা। এলাকার বাসিন্দা তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক রঞ্জন রায়, তরুণ ঘোষদস্তিদার প্রমুখরা জানান, মেয়র এবং কাউন্সিলরদেরকে অনেকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও এলাকা ঘুরে দেখার সময় তাঁরা পাননি। ভোটের আগে তাঁরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের পর আর দেখা মিলছে না কাউন্সিলরের। এলাকার মানুষের বক্তব্য, এরপরেও কাজ না হলে মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাব।

‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়াঃ হুগলির জেলার বিভিন্ন জায়গায় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের সতর্ক করার জন্য ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। হুগলির পাণ্ডুয়া থানার পুলিশও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে স্টিকার লাগানোর কাজ শুরু করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত জি টি রোড এবং চুঁচুড়া-পাণ্ডুয়া, গুড়াপ-পাণ্ডুয়া রুটে প্রতিটি বাস, চারচাকা গাড়ি ও লরির কর্মীদের সচেতন করা হয়।

শেওড়াফুলি থেকে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল এক নাবালিকা। পুলিশ সোমবার রাতে তাকে হুগলির শেওড়াফুলি থেকে উদ্ধার করল। ওই নাবালিকার বাড়ি গোঘাটের বেতড়া গ্রামে। সে স্থানীয় কোকদ কালিকা শিক্ষাসদনের নবম শ্রেণির ছাত্রী। জানা গেছে, ৬দিন আগে মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। তখনই সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। এরপর পরিবার লোক খুঁজে না পেয়ে গোঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন।

এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে শেওড়াফুলি থেকে তাকে উদ্ধার করে। ওই নাবালিকা জানিয়েছে, সে তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল।

জুতোর দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানিঃ বৃষ্টির মধ্যেই চুরির ঘটনা ঘটল হুগলির চাঁপদানিতে। সোমবার রাতে চাঁপদানির ১৬নং বি এম রোডে শম্ভু দাসের জুতোর দোকানের টালির ছাদ ভেঙে প্রায় ৫০ হাজার টাকা নতুন জুতো, ক্যাশব্যাক্স থেকে তিন হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এই চুরির ঘটনায় দোকান মালিক চাঁপদানি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ গ্রীন এণ্ড ক্লিন প্রোগ্রাম নির্মল সবুজ সচেতনতা শিবির পালন করল হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে তারকেশ্বর থানা ও ধনেখালি থানা। তারকেশ্বর মুক্তারপুর স্কুলে প্রায় ১০০টি চারাগাছ লাগিয়ে এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটি করে ফলের গাছ তুলে দিয়ে এই কর্মসূচী পালন করলেন তারকেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অমিত মিত্রসহ থানার সমস্ত কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পঙ্কজ কারক সহ বিদায়ী প্রধান সাহা আলম ও শিক্ষকসহ এলাকার মানুষ। অপরদিকে ধনেখালি থানার প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করে কর্মসূচী পালন করল ধনেখালি থানার ওসি সুদীপ্ত সাধুখাঁসহ অন্যান্য কর্মীরা।

রাজ্য সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী অরণ্য সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্যে থানায় থানায় এই অনুষ্ঠান পালিত হয় মঙ্গলবার। এছাড়াও হরিপাল থানা ও বন্দিপুর প্রকৃতি প্রেমি সমিতির যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিস্টু সরকারসহ থানার আধিকারিক বৃন্দ।

নড়বড়ে সেতুতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির খানাকুল এলাকা নদী ও খাল বেষ্টিত। এরফলে বিভিন্ন নদী ও খালের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য সেতু। কিন্তু এই সেতু গুলির বেশিরভাগই হল অস্থায়ী। কোথাও বাঁশ, আবার কোথাও বা কাঠ দিয়ে তৈরি। বেশিরভাগ সেতুই বর্ষার সময় নদীতে জল এলে সেই জলের স্রোতে ভেসে যায়। আবার কোথাও ওই জল আসার আগেই সেই সেতুকে খুলে নেওয়া হয়। আবার বর্ষার পর পুনরায় ওই সেতুগুলি তৈরি করা হয়। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হওয়ায় এই সেতুর উপর দিয়ে ভারি যান চলাচল করা সম্ভব হয় না। উল্টে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয় মানুষকে। খানাকুল ১নং ব্লকে এরকম প্রায় ১৫টি বাঁশের সেতু আছে। কোনও কোনও সেতু বিভিও অফিস থেকে সরকারিভাবে ডাক হয়। আবার কয়েকটি সেতু স্থানীয় ভাবে কোনও নিয়ম না মেনেই তৈরি হয়। বছরের প্রায় ৯ মাস এই সেতু দিয়ে সাধারণ মানুষকে পারাপার হতে হয়। অন্য সময় নৌকাই একমাত্র ভরসা। এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা থেকে নিত্যযাত্রী সকলকেই পারাপার হতে হয়। এমনকি সাইকেল ও বাইক নিয়ে যেতে গেলেও এই সেতুর উপর দিয়েই যেতে হয়। এমনই একটি সেতু হল খানাকুল ১নং ব্লকের মুন্ডেশ্বরী নদীর উপর তাঁতিশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়কুড়ি ঘাট। এই সেতু টি ব্লক অফিস থেকে সরকারিভাবেই ডাক হয়। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ এর উপর দিয়ে যাতায়াত করেন। মুন্ডেশ্বরীর এক পাড়ে রয়েছে কুড়কুড়ি, মাঝপুর, তাঁতিশাল। অন্যপাড়ে রয়েছে দুর্গাপুর, উদনা, কনকপুর। এছাড়া সাধারণ মানুষকে খানাকুল থানা ও বিডিও অফিসে যেতে গেলে এই সেতু পেরিয়ে যেতে হয়। এছাড়া এলাকায় রয়েছে রাজা রামমোহন কলেজ। ওই কলেজে যেতে হলে এই এলাকার

বাসিন্দাদের ওই সেতু পার হতে হয়। অথচ এর জন্য প্রতিবারই একটি নির্দিষ্ট শুল্ক দিতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে পার হলে একজনকে ২ টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ যাতায়াতে মোট ৪ টাকা লাগে। একইভাবে সাইকেলে ৩ টাকা করে ৬টাকা এবং বাইকে ৫ টাকা করে ১০ টাকা লাগে। কুড়কুড়ির বাসিন্দা বাসুদেব দোলুই জানান, বিভিন্ন কাজে নিয়মিত কনকপুরে যেতে হয়। কিন্তু কম সময়ে এই বাঁশের সেতুই একমাত্র পথ। অন্যদিকে দুর্গাপুরের বাসিন্দা হেমন্ত দাস জানান, এই সেতু টি বেশ বিপজ্জনক। কারণ কয়েক মাস আগে এক বাইক আরোহী এই বাঁশের সেতুর উপর থেকেই মুন্ডেশ্বরী নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন। জল থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু হাত-পা ভেঙে যায়। পরে এলাকার মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। প্রায় ১৫দিন হাসপাতালে কাটিয়ে তবেই তিনি বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন। তিনি আরও জানান, বৃষ্টির সময় খুব ভয় করে। বাঁশের সেতু খুবই পিছল। সেতুর উপর চড়লেই সেতুটি পাশাপাশি দুলতে থাকে। ভয় লাগে, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। এদিকে বাড়িতে প্রিয়জনরাও খুবই চিন্তায় থাকেন। অন্যদিকে রামমোহন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সেখ ফিরোজ জানান, প্রতিদিন সাইকেল নিয়ে কলেজ যাই। বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। রোজ ৬ টাকা কোথায় পাব। আমি নিজে টিউশন পড়িয়ে বাড়ি ও নিজের পড়াশোনার খরচ চালাই। এলাকায় যদি একটি সিমেন্টের সেতু থাকত তাহলে অনেকেই বিনা খরচায় কলেজে যেতে পারত। পাশাপাশি অনেক লোকের উপকার হত। এককথায় এলাকার লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে বাধ্য হন। তাই তাঁদের দাবি, এই এলাকায় একটি সিমেন্টের সেতু তৈরি হলে খুব ভালো হত। তাহলে বহু মানুষ উপকৃত হতেন।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগঃ বাসুদেব নন্দ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।